যাদু-সংখ্যা

সুকুমার কলা

এক যে আছে আমি - বয়স পঁয়ত্রিশ - কোন চাকরি নেই। জীবনের শেষ সাক্ষাৎকারে এসেছি - এ কাজটা আমাকে পেতেই হবে।

বোর্ড মেম্বাররা বললেন — চাকরিটা কিন্তু গুরুগম্ভীর। লালু-ভুলুদের এখানে নেওয়া হবে না।

ভয়ে কুঁকড়ে ভাবতে থাকি — 'লালুভুলু' কথাটার মানে কি ?

ওঁরা আশ্বস্ত করেন — ভয় পাওয়ার কিচ্ছুটি নেই। আমরা তোমার মেধাকার্ড তৈরি করব। তাতে একটি 'ম্যাজিক ফিগার' থাকবে। সেই যাদু-সংখ্যা ছুঁলেই কেল্লাফতে।

আমার হাবাকান্ত-দশা দেখে ওঁরা বলেন — মানুষের গোটা জীবনটাতো যাদু-সংখ্যা ছোঁওয়ার খেলা হে! চিন্তা কিসের ?

আমার ভয় আরো বাড়ে। ওঁরা বিচক্ষণ-মানুষ। সাহস যোগান-ঘাবড়িয়ো না। তোমার যাদু-সংখ্যা যোগাড় হয়েছে কিনা — তার পরীক্ষা আমরা করব। খুবই সহজ পদ্ধতিতে কাজটা সারা হবে — কি যে হচ্ছে, তুমি টেরটিও পাবে না। পদ্ধতিটা হচ্ছে — তোমার জীবনের পাঁচ বছর অন্তর অন্তর একটা করে স্মরণীয় ঘটনা বলতে হবে — যা তোমাকে সারা জীবন নাড়িয়েছে — ঘুমের মধ্যেও খেড়িয়েছে। তা থেকেই 'তুমি' মানুষটাকে ছেঁকে নেবে মেধাকার্ড। জানিয়ে দেবে, 'মেটিরিয়াল' হিসাবে তুমি কেমন — আদত, না ভুসি। ছ'দফায় কাজটা সারা হবে। পাঁচ-মিনিট সময় দেওয়া হচ্ছে — ভেবে নাও।

দফা-১ — শৈশব

প্রথম বিচারক ঘোষণা করলেন — শুরু হচ্ছে মেধা-মাপন প্রক্রিয়া। পাঁচ বছর —

আমি — পাড়ায় যাত্রা হচ্ছিল। একমনে দেখতে দেখতে কাঁপুনি-কাঁদা শুরু করি। এবং ফোঁপাতে ফোঁপাতে আসর থেকে উঠে আসি। বাড়ির সবাই জিজ্ঞাসা করে - কিরে, কি হয়েছে ? চলে এলি কেন ?

— লোকগুলোকে মেরে দিচ্ছে — বড় বড় ছোরা দিয়ে — কেউ কিছু বলছে না। আমার কষ্ট হচ্ছিল — চলে এসেছি। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। আমি চমকে ভাবি — এরা হাসে কেন ?

আমার ভ্যাবাচ্যাকা দশা দেখে দিদি আমাকে জড়িয়ে ধরে — আহারে! ছোট্ট ভাইটির আমার পরের জন্য কত কষ্ট — মানুষকে মেরে ফেলা হচ্ছে — কেউ কিচ্ছুটি বলছে না — এ কেমন-ধারা দেশ। বড় হয়ে এ অন্যায় তুই একদম সহ্য করবি না। আবার হাসির ফোয়ারা। দাদা বলে — ক্যাবলাকান্ত একটা। যা, তুই মায়ের কোলে বসে থাকবি যা। দিদির

মুখেও দেখি হাসি থই থই। সেদিন বলতে পারি নি। আজ ভাবি, একটা শিশুর অনুভবকে কেউ পাত্তা দিল না কেন? বড়রা কোনদিনই শিশুকালটাকে বুঝতে চায় না।

প্রশ্নকর্তার মুখেও হাসি খেলা করে। বাঃ, অনুভবী শিশু!

দফা-২ — বাল্য

দ্বিতীয় মেম্বার বলেন — পরের ধাপ — দশ বছর।

— আমাদের ভূগোল স্যার পড়াচ্ছিলেন — বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত রসলপুর নদীর জল লোনা হলেও ঘোর বর্ষায় এর জল মিষ্টি থাকে। 'মিষ্টি' শব্দটা কেন জানি কেন, সবকিছু গোলমাল করে দিল। আমি সরল বিশ্বাসে প্রশ্ন করি — স্যার, চিনি-দেওয়া জলের মতো মিষ্টি?

কয়েক সেকেন্ড পিন-পতন নীরবতা। তারপর হো হো করে হেসে ওঠেন স্যার। গোটা ক্লাস সঙ্গে সঙ্গে 'হো হো' 'হি হি'তে পাল্লা দেয়। স্যার বলেন — উজবুক। তোর তো উজ্‌বেকিস্তানে জন্ম নেওয়ার কথা! মিষ্টি-জল মানে সরবতের মতো মিষ্টি! এইসব গাধা মানুষ হবে? ওঠ, বেঞ্চের ওপর ওঠ — আর কান ধরে দাঁড়িয়ে থাক্। তারপর বাড়ি গিয়ে মায়ের কোলে শুয়ে থাকবি। আবার 'হো হো' 'হি হি' হাসি। সেদিন চোখ দিয়ে শুধু জল পড়েছে। আজ বুঝতে পারি — আমার ভুলের থেকেও স্যারের ভুল বেশি। ওটা মিষ্টি জল কেন — ওটা তো স্বাভাবিক জল। স্যার কেন নিজের ভুল না শুধরে — শুধুই আমাকে দুষলেন?

সহাস্য প্রশ্নকর্তা — ফাইন ভাবনা — স্যার কেন ভুল শোধরালেন না! বা রে বা:

দফা - ৩ — কৈশোর

তৃতীয় প্রশ্নকর্তা — এবার পনের বছর।

— আমাদের তাৎক্ষণিক রচনা লিখতে দেওয়া হয়েছিল। বিষয় ঃ 'জীবনের লক্ষ্য'। লক্ষ্যের স্বপক্ষে তিনটা জোরালো যুক্তি দিতে হবে।

কার লেখা সেরা হয়েছে — তক্ষুনি জানিয়ে দেওয়া হবে। খাতা দেখতে দেখতে স্যার আমাকে দাঁড় করালেন। তারপর উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিলেন — এই রত্নটিকে সবাই নয়নভরে দেখো। একশ চোখ আমাকে বিঁধতে থাকে। স্যার বলেন — এখন শোন, ও কি লিখেছে। লিখেছে ঃ আমার জীবনের লক্ষ্য - 'খাব-দাব-ঘুমাব'। এইটুকু পড়েই দমফাটা হাসিতে ফেটে পড়েন উনি। ক্লাসময় জলতরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে — হো-হো, হা-হা, হি-হি।

স্যার অন্যদের খাতা বের করে পড়তে থাকেন — অমল লিখেছে ঃ ডাক্তার হবে - জনসেবা করবে বলে। বিমল লিখেছে ঃ ইঞ্জিনীয়ার হবে - দেশ সেবা করতে চায়। কমল বলেছে ঃ শিক্ষক হবে - সমাজসেবা, জাতির ভবিষ্যৎ গড়াই তার লক্ষ্য। আর তুই কিনা - নিজ সেবা! খাব-দাব-ঘুমাব! তোর তো গোয়ালঘরে থাকা উচিত। খাবি দাবি জাবর কাটবি। পড়াশোনার আর দরকারটি কি? ইস্কুলে এসে আর কাজটি নেই। মায়ের কোলে বসে দুধ

প্রশ্নকর্তা মাথা দুলিয়ে বলেন — তোমার জন্য দেখি সবারই একই প্রেসক্রিপশন — একই বোল? মায়ের কোল, তাতে নেই কোন গোল। এই কথায় সব বিচারক দেখি মন খুলে এক প্রস্থ হেসে নেয়। আমি ভ্যাবলাকাণ্ড বসে থাকি। এরই মাঝে শেষের জন তৈরি হতে বলেন —

দফা-৬ — স্তব্ধ যৌবন

অন্তিম প্রশ্ন — ত্রিশ বছর।

— সোমবার ঃ ঢেঁড়স চচ্চড়ি, ডাল, মঙ্গলবার ঃ সোয়াবীন তরকারি, আমড়ার চাটনি, বুধবারঃ কুমড়োর ঘ্যাঁট, কুঁদলি ভাজা।

প্রশ্নকর্তা বিরক্ত হয়ে বলেন — বিদ্যালয়ের মধ্যাহ্নকালীন আহারের কথা কে তোমার কাছে শুনতে চাইছে?

— না, স্যার — আমার বাড়ির মেনু স্যার

— বাড়িতে এমন অদ্ভুত খাওয়ার — তা কখনো হয় নাকি?

— হয় স্যার —

— কি বলছ কি? এই 'মেনু' কি দুপুরের?

— হ্যাঁ —

— তাহলে রাতে?

— কোনদিন পান্তাভাত, কোনদিন জলমুড়ি।

— ডিসগাস্টিং

— আমারও তাই লেগেছিল স্যার। তখন আমি প্রতিষ্ঠিত বেকার। আত্মীয় পরিজনের কাছে করুণার পাত্র। বাইরে চলে হাসি মস্করা – ঘরের অবস্থা দম বন্ধ করা। মা-ই সবকিছু থেকে আমাকে আগলে রাখে।

— হয়েছে — হয়েছে — টু দ্য পয়েন্ট কথা বল।

— মানে?

— মানে, তোমার ঐ খাওয়ার মেনুটা ছাড়া এই ষ্টেজে আর কিছু মনে নেই?

— আছে স্যার।

— বলে ফেল তাড়াতাড়ি।

— তিনদিন কুমড়োর ঘ্যাঁট হচ্ছিল শুধু। খেতে বসে আমার রক্ত মাথায় চড়ে যায়। চিৎকার করে আপনার মতো বলতে ইচ্ছা করছিল – ডিসগাস্টিং। বিরক্তির চূড়ায় উঠে বলি – এগুলো মানুষ খাবে? এটা কি মানুষের সংসার? আমি বাবা খেতে বসেছিলাম — মা দিচ্ছিল। বাবার খাওয়া থেমে যায় – থেমে যায় মায়ের দেওয়া। কয়েক মুহূর্ত। তারপর মা-ই মুখ খোলে ঃ তুই উপযুক্ত ছেলে – তুই কি করছিস? এখন তো তোর সবাইকে খাওয়ানোর কথা। বাবা বলে — থাক্। মা বলে — থাকবে কেন? তোর জেনে রাখা উচিত — একটা সামান্য আয়ের মানুষ তোর দু'দিদির ভালো ঘরে বিয়ে দিয়েছে – তোকে কলেজে পড়িয়েছে

– ছোট দুটো পড়ছে – এতগুলো পেট – অভুক্ততো কাউকে রাখে নি।

বেকারজন ঘরে বাইরে সর্বত্র মার খেতে খেতে একটা জায়গায় সে জিততে চায় – ঘরের কোণে – মা-বাবার কাছে – কাজে না হোক – কথায়। সেই জেতার তাগিদে বলে বসি – এতগুলো পেট পৃথিবীতে আনার কি দরকার ছিল? সাবধান হতে পার নি?

সঙ্গে সঙ্গে ভূকম্পন ঘটে। কথাটা বলেই আমি চমকে উঠি। মা বাবা ও কেঁপে ওঠে। মায়ের হাত থেকে থালাটা পড়ে যায় শুধু। তারপর অন্তহীন অসহ্য নীরবতা। আর একটিও কথা কেউ বলে না। আমি বুঝতে পারি নি – এক অপদার্থ সন্তানের, এক অলজ্জ প্রশ্ন, এক অসহায় জনকজননীকে এমন বাক্যহারা করে দেবে? তারপর থেকে কেউ ভাল নেই স্যার – বাবা না, মা না, আমিও না।

প্রশ্নকর্তা হেঁয়ালি করেন ঃ দারিদ্র্যের কাঁদুনি, গড়ে দেবে চাকরির বাঁধুনি? সময় কত গড়িয়েছে – তা ও তবে বোঝ নি?

— স্যার, চাকরিটা খুব দরকার স্যার।

— চাষার ছেলে কিংবা মন্ত্রীপুত্র — কার চাকরির দরকার নেই? এখন দেখি, তোমার মেধাকার্ড কি বলছে। ঝুঁকে পড়ে ছ'জন মেম্বার দেখতে থাকেন — আর মিচ্‌কে মিচ্‌কে হাসতে থাকেন।

দফা রফা

আমি টেনশনে বলি — স্যার, স্যার?

— তাঁরা বলেন — রিলাক্স। সবকিছুকে সহজভাবে নিতে শেখো — তাহলে জীবনে উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। এখন তোমার মেধাকার্ড কি জানাচ্ছে শোন ঃ যে শিশু, সত্যি মরা, মিথ্য-মরা বুঝতে পারে না, যে বালক লোনাজল, মিষ্টিজলের পার্থক্য জানে না, যে কিশোরের অ্যাম্বিশন ঃ খাব দাব ঘুমাব, যে যুবক প্রেমের সংলাপ শেখে নি, যে বেকার 'চ্যানেল' বোঝে না, যে জন কুমড়োর ঘ্যাঁট খেয়ে খেয়ে বড় হয় — এই একবিংশ শতকে সেই সমস্ত লালুভুলুদের জন্য আহা, উহু করা যায় — চাকরির দরজা খুলে দেওয়া যায় না। মায়ের কোলই তাদের উপযুক্ত স্থান।

— স্যার, চাকরিটা আমার দরকার স্যার — খুব দরকার স্যার —

— জানি তো। কিন্তু তোমার দরকার হলে কি হবে? আমাদের তো তোমাকে দরকার নেই। তুমি যাদু-সংখ্যা ছুঁয়েছ কই? বলেই ছ'জন বিচারক হেসে কুটি কুটি হন। আর আকাশ বাতাস ভূতল বিশ্বচরাচর প্রকম্পিত হতে থাকে ঃ যাদু সংখ্যা কই – যাদু সংখ্যা কই? এবং এক যে আছি আমির, ধীরে ধীরে পাতাল প্রবেশ ঘটতে থাকে।